রাজা সাহেব।

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

১৪ নং হুজুরিমলস্ লেন, বৈঠকখানা,

"দারোগার দপ্তর" কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত

All Rights Reserved.

দ্বাদশ বর্ষ।] সন ১৩১১ সাল। [পৌষ।

PRINTED BY B. H. PAUL at the
HINDU DHARMA PRESS.
70 Aheereetola Street, Calcutta.

রাজা সাহেব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অঙ্কুরোদ্ভেদ।

যে প্রদেশের প্রসঙ্গ লইয়া আজ এই পুস্তক লিখিত হইতেছে, তাহা এই ভারতবর্ষের মধ্যে একটী নিতান্ত ক্ষুদ্র

---

* "Thc late swindling case—We are glad to hear that the suggestion thrown out by us other day has been acted upon, at the Commissioner and the Deputy Commissioner of Police have taken active steps in the case in which Babu * * * * Assistant Secretary of H. H. the Maharaja of * * was swindled out of a large sum of money. Owing to the indisfatigable exertions of the Detective Superintendent Mr. Johnstone and the Sub-Inspector Babu Priyanauth Mookerjee, the majority of the gang and the principal parties concerned in the swindling were arrested within a few hours of the receipt of warrants from the Presidency Magistrate's Court."

The Statesman and Friend of India.

Dated 28th September, 1886.

স্বাধীন রাজ্য। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এই রাজত্ব নিতান্ত ক্ষুদ্র, এবং এখন নিতান্ত অধিক না থাকিলেও, পুরাকালে ইহার প্রতাপ অতিশয় প্রবলই ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই, কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সেই প্রবল প্রতাপ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। নামে স্বাধীন রাজ্য হইলেও, কাজে এখন পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে পূর্ব্বে ইহার কোনরূপ সংস্রব না থাকিলেও, এখন সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ রাজত্বের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন এই ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজত্বের ভিতর একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। রাজা স্বাধীন হইলেও সেই ইংরাজ রেসিডেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে আর কোনরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার উপায় নাই।

একজন যুবক পূর্ব্বোক্ত রাজত্বের এখন বর্ত্তমান রাজা। ইনি যশের সহিতই এ পর্য্যন্ত আপন প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা এবং প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইলে, রাজাগণের যে সকল গুণের আবশ্যক হয়, জগদীশ্বর ইঁহাকে সেই সকল গুণ হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

এদেশীয় বর্ত্তমান রাজা ও প্রধান প্রধান জমীদারগণ যে প্রকার সংক্রামক রোগে আজকাল আক্রান্ত হইতেছেন, যে সংক্রামক রোগের ভয়ানক প্রকোপে কেহ রাজ্যচ্যুত হইতেছেন, কেহ তাঁহার পৈতৃক জমীদারী নষ্ট করিয়া পরিশেষে পথের ভিখারী হইতেছেন, আমাদিগের পুস্তকোল্লিখিত রাজা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায়, এবং প্রজা প্রতি-

পালনে পরাঙ্মুখ না হইলেও, সেই সংক্রামক রোগ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

পাঠকগণ! এই সংক্রামক রোগ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? ইহা আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত কোন প্রকার রোগ নহে, এ রোগের নাম "ঋণ" রোগ। আজ তাঁহার রাজত্বের ভিতর লাটসাহেবের শুভাগমন হইয়াছে, তাঁহাকে সম্মানিত করিবার নিমিত্ত—তাঁহার অনুচরবর্গের সেবার নিমিত্ত দশ সহস্র মুদ্রার আবশ্যক; রাজকোষে অর্থ নাই, কাজেই ঋণ করিতে হইবে। আজ গবর্ণমেণ্ট রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং কিছু অর্থের প্রয়োজন—একটী দরবারের আবশ্যক; কিন্তু রাজকোষ শূন্য, কাজেই ঋণের আবশ্যক। এইরূপ নানা-কারণে আজকাল রাজা ও জমীদারগণের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান মহারাজেরও আজ সেই দুর্দ্দশা। তিনি সেই সংক্রামক রোগের ভয়ানক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নিতান্ত কষ্টভোগ করিতেছেন।

সমস্ত দিবস রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, একদিবস সন্ধ্যার পর তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর সহিত নির্জ্জনে বসিয়া মহারাজ বৈষয়িক গুপ্ত পরামর্শে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা যে যে বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন, তাহার সমস্ত কথার উল্লেখ করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। এই নিমিত্ত সে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র যে সূত্র অবলম্বনে একটী ভয়ানক জুয়াচুরির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছিল, তাহারই দুই চারিটী কথা এইস্থানে বর্ণিত হইল মাত্র।

মহারাজ। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি বুঝিতে পারিতেছেন কি যে, আমার এই রাজত্বে যে পরিমাণ আয় হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা ব্যয় দিন দিন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং তজ্জন্য সঙ্গে সঙ্গে ঋণও বর্দ্ধিত হইতেছে? আপনি বলুন দেখি, এখন কি উপায় আছে, যাহা অবলম্বন করিলে উহা দিন দিন বর্দ্ধিত না হইয়া, ক্রমে উহার লাঘব হইতে পারে; বিশেষতঃ কিরূপেই বা উহা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মনের সুখে রাজকার্য্য করিতে সমর্থ হই? আমি অনেক সময়ে অনেকরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই যে, যাহাতে এই ঋণজাল হইতে ক্রমে পরিত্রাণ পাইতে পারি।

মন্ত্রী। মহারাজ! অনেক দিবস হইতে আমি এই বিষয় আপনাকে বলিব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু উপযুক্তরূপ সুযোগ না ঘটায় এতদিবস তাহা আমি আপনাকে বলিতে সমর্থ হই নাই। ঋণের নিমিত্ত আপনি ভাবিবেন না। কারণ, এই জগতে এরূপ মনুষ্যই নাই যে, যাহার কোন না কোন প্রকারে কিছু না কিছু ঋণ আছে। অপরের কথার প্রয়োজন কি, যাঁহার রাজত্ব হইতে সূর্য্যদেব এক-বারে অস্তমিত হন না, সেই মহারাণী ভারতেশ্বরীরই দেখুন না কেন, কত টাকা দেনা। মহারাজ! আপনি যদি সেই প্রকার দেনা করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের চিন্তিত হইবার কোন কারণই থাকিত না। আপনার ঋণ অপরাপর রাজাগণের ঋণ অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই নিমিত্তই আমরা অতিশয় ভীত ও চিন্তিত হইয়াছি, এবং এই নিমিত্তই

আমি মহারাজকে কিছু বলিতে ও সৎপরামর্শ দিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছা করিয়াছিলাম।

মহারাজ। আপনি কহিলেন যে, আমার ঋণের সহিত অপরের ঋণের প্রভেদ আছে, ইহার নিমিত্তই ভয় ও চিন্তা। কিন্তু আমি আপনার এই কথার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ঋণমাত্রই ভয় ও চিন্তার কারণ, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু আমার ঋণ ও অপরের ঋণের প্রভেদ কি? যে প্রকারের ঋণই হউক, আমি সকল ঋণকে সমান দেখিয়া থাকি।

মন্ত্রী। অপরের ঋণের সহিত মহারাজের ঋণের বিশিষ্ট প্রভেদ আছে। আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, আপনার ঋণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা হইবেক, এবং সেই তিন লক্ষ টাকা প্রায় শতাধিক লোকের নিকট হইতে অধিক সুদে ক্রমে ক্রমে লওয়া হইয়াছে; এমন কি, শতকরা মাসিক বার আনা সুদ হইতে আরম্ভ করিয়া দেড় টাকা পর্য্যন্ত সুদ দিতে হয়। ইহাতে শতকরা গড় এক টাকা হিসাবে সুদ ধরিলেও তিন লক্ষ টাকার বৎসরে ছত্রিশ হাজার টাকা সুদ লাগে। বিশেষতঃ এই রাজত্বের অনেক প্রজার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করাতে অনেকেই রাজত্বের দেনার বিষয় অবগত হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে মহারাজের অনিষ্ট ভিন্ন কোনক্রমেই ইষ্ট হইতে পারে না। অপরাপর রাজাগণ ঋণ করিতে হইলে একস্থান ভিন্ন অনেক স্থানে গমন করেন না, তাহাও কম সুদে ও আপন আপন রাজত্বের বহির্ভাগে। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের ঋণের কথা কেহ জানিতে পারে

না; সুতরাং তাঁহাদিগের রাজত্বের অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনাও নিতান্ত কম।

মহারাজ। আমি এ সমস্তই যে একবারে জানি না ও বুঝি না, তাহা নহে। কিন্তু আমি এখন যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে কিছুতেই বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনিও একটু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, অতঃপর কি উপায় অবলম্বন করিলে আমার ও রাজত্বের বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

মন্ত্রী। মহারাজ! এ বিষয়ে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু আমি ইহার উক্ত একমাত্র উপায় ভিন্ন আর কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই; বিশেষতঃ এই উপায় কিছু নূতনও নহে। এই উপায় অবলম্বন করিয়াই রাজামাত্রেই রাজ্য চালাইয়া থাকেন। আমার বিবেচনায় আপনিও সেই উপায় অবলম্বন করুন। তাহা হইলে রাজ্যের মঙ্গল হইবে, এবং ক্রমে ক্রমে এই রক্তবীজ সদৃশ ঋণজাল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন।

মহারাজ। এমন কি প্রকার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য?

মন্ত্রী। বন্দোবস্ত আর কিছুই নহে। এখন একজন ধনী লোকের নিকট হইতে অল্প সুদে সমস্ত টাকা কর্জ্জ করিয়া এখানকার সমস্ত ব্যক্তির দেনা পরিশোধ করিয়া দিউন। বর্ত্তমান ঋণ পরিষ্কার করিতে যতই কেন ঋণের প্রয়োজন হউক না, তৎসমস্তই এক ব্যক্তির নিকট হইতে লইতে হইবে। রাজত্বের উপস্বত্ব হইতে সম্বৎসরের খরচ বাদে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইবেক, তাহা ক্রমে বৎসর বৎসর দেনা

দেওয়া যাইবেক। তদ্ব্যতীত অল্প সুদে এমন কি শতকরা বাৎসরিক ছয় টাকা সুদেও যদি টাকা পাওয়া যায়, তাহা হইলেও এখন বৎসর বৎসর যে সুদ দিয়া আসিতেছি, তাহা অপেক্ষা বাৎসরিক প্রায় আঠার হাজার টাকা কম দিতে হইবেক। সুতরাং বৎসর বৎসর সেই অবশিষ্ট আঠার হাজার টাকা নিশ্চয়ই আসল দেনা হইতে কমিবেক।

মহারাজ। এ উপায় যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অল্প সুদে এত টাকা এক ব্যক্তির নিকট হইতে কোথায় পাইব? কাহার এত টাকা আছে যে, সে আমাকে এত অল্প সুদে ধার দিবে?

মন্ত্রী। মহারাজ! এ প্রদেশে সে প্রকার লোক নাই। বিশেষতঃ থাকিলেও সে এত টাকা এত অল্প সুদে যে ধার দিবে, তাহার আশা করা যায় না; ইহাও আমি উত্তমরূপে অবগত আছি। তথাপি আমার বিশ্বাস যে, একটু চেষ্টা করিলেই সেইরূপ ধনী মহাজন পাওয়া যাইবেক, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মহারাজ। চেষ্টা করিলেই বা সেই প্রকার ধনী মহাজন কোথায় পাইবেন, এবং কাহার দ্বারাই বা সেইরূপ চেষ্টা হইতে পারিবে?

মন্ত্রী। কলিকাতায় উক্তরূপ ধনী মহাজনের অভাব নাই। সেইস্থানে একটু চেষ্টা করিলেই অক্লেশে কার্য্য শেষ হইতে পারিবেক। কিন্তু একটী কথায় আমার সন্দেহ আছে,—বিনাবন্ধকে বোধ হয়, কলিকাতায় কেহই অল্প সুদে টাকা দিতে সম্মত হইবেন না।

মহারাজ। তাহার নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই। আবশ্যক হইলে আমার এই রাজত্বই বন্ধক দিতে পারিব। কারণ, কলিকাতা বা অন্য কোন দূরবর্ত্তী প্রদেশে আমার রাজত্ব বন্ধক দিতে আমি অসম্মত নহি। যে কথা আমার রাজত্বের কোন প্রজার ঘুণাক্ষরেও জানিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে আমার কোনরূপ অনিষ্ট হইতে পারে না; তথাপি এ প্রদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট আমি আমার রাজত্ব বন্ধক রাখিতে পারিব না। কারণ, ইহা অতিশয় লজ্জার, অবমাননার ও অনিষ্টের বিষয়।

মন্ত্রী। এ প্রদেশীয় কোন ব্যক্তির নিকট মহারাজের রাজত্ব কিছুতেই বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে না। চেষ্টা করিলে কলিকাতা ভিন্ন অপর কোন স্থানে মহারাজকে গমন করিতে হইবে না।

মহারাজ। আমার কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে এরূপ বিশ্বাসী ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী কে আছেন, যাঁহাকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলে, তিনি অনায়াসেই এই কার্য্য সমাধা করিয়া আগমন করিতে পারিবেন?

মন্ত্রী। মহারাজের বোধ হয়, স্মরণ থাকিতে পারে যে, গুটিকতক ভাল মুক্তা খরিদ করিবার নিমিত্ত মহারাজের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর উপর আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বোধ হয়, দুই এক দিবসের মধ্যে কলিকাতায় গমন করিবেন। মহারাজের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী অনুপযুক্ত কর্ম্মচারী নহেন, তিনি একজন সুচতুর, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান, এবং কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী। আমার বোধ হয় যে, এ বিষয়ের

ভার তাঁহার উপর অর্পণ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ এক কার্য্যের নিমিত্ত যখন কলিকাতায় গমন করিতেছেন, তখন অপর কার্য্যও তিনি তথায় অনায়াসেই সম্পন্ন করিয়া পুনরাবৃত্ত হইতে পারিবেন।

মহারাজ। এ অতি সৎপরামর্শ। আপনি এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীকে এখনই আমার নিকট ডাকাইয়া আনুন। আমি সমস্ত কথা তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিব।

মহারাজের আদেশ পাইয়া মন্ত্রী মহাশয় তখনই একজন চাপরাশীকে এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন, এবং অর্দ্ধঘণ্টা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয় আগমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

মহারাজ। মুক্তা খরিদ করিবার নিমিত্ত আপনি কোন্ তারিখে কলিকাতায় গমন করিবেন?

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। ধর্ম্মাবতার! মুক্তা খরিদ করিবার নিমিত্ত অদ্যই আমি কলিকাতায় গমন করিতাম; কিন্তু অদ্য প্রাতঃকালে আমার শরীর একটু অসুস্থ বোধ হওয়ায় আজ যাইতে পারি নাই, কল্য প্রত্যুষে নিশ্চয়ই গমন করিব।

মহারাজ। কলিকাতায় কোন ধনবান লোকের সহিত আপনার পরিচয় আছে কি?

এঃ সেঃ। দুই একজন ধনী ব্যক্তির সহিত জানা শুনা আছে, কিন্তু বিশেষ বন্ধুত্ব নাই।

মহারাজ। কলিকাতায় কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প সুদে কিছু টাকা ধার করিবার যোগাড় করিতে পারিবেন কি?

এঃ সেঃ। টাকা ধার দিয়া থাকে, কলিকাতায় এরূপ ব্যক্তি বিস্তর আছে। চেষ্টা করিলে যে না হইতে পারিবে, এমন নহে।

মহারাজ। আমি নিজে তিন লক্ষ টাকা ঋণ করিব। কিন্তু সুদ নিতান্ত অল্প হওয়া আবশ্যক; ইহাতে যদি কোন বিষয় বন্ধক দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আমার রাজত্ব পর্য্যন্তও বন্ধক দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি কলিকাতায় গমন করিতেছেন, সেইস্থানে এই ঋণের যোগাড় করিয়া যত শীঘ্র পারেন, আমাকে সংবাদ দিবেন।

এঃ সেঃ। যে আজ্ঞা মহারাজ। আমি সবিশেষরূপে চেষ্টা করিয়া যাহাতে শীঘ্র এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না। অগ্রে মুক্তা কয়েকটী খরিদ করিয়া মহারাজের নিকট পাঠাইয়া দিব, ও পরিশেষে আমি সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া যত শীঘ্র পারি, টাকার যোগাড় করিব। ইহাতে যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর কথায় মহারাজ অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আবশ্যকীয় অপরাপর উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিলাম।

মহারাজের আদেশ মত এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবু সেই-স্থান হইতে আপন বাসায় গমন করিলেন, এবং পরদিবস অতি প্রত্যুষে ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দালালের দালালী।

সেক্রেটারী বাবু কলিকাতায় আসিয়া মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে অশ্বিনীকুমার বসুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনী-কুমার বসু সেক্রেটারী বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, এখানে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন। এবার তাঁহার বি-এ, পরীক্ষা দেওয়ার বৎসর; সুতরাং তিনি রাত্রিদিন পাঠেই নিযুক্ত আছেন। তাঁহার গৃহে সেক্রেটারী বাবু থাকিলে পাছে তাঁহার পড়া শুনার ব্যাঘাত জন্মে, বিশেষতঃ এবার তিনি যে কর্ম্মের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, তাহা যে দুই চারি দিবসের মধ্যে সম্পন্ন হইবেক, তাহাও নহে; বোধ হয়, দুই চারি মাস লাগিলেও লাগিতে পারে; এই ভাবিয়া তিনি অশ্বিনীকুমারের গৃহের সংলগ্ন আর একটী ঘর ভাড়া লইয়া সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

সেক্রেটারী বাবু নানাস্থানে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক ব্যক্তির নিকট টাকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনস্থানেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেহই এত টাকা দিতে স্বীকার করিলেন না; যদি বা কেহ স্বীকার করিলেন, তিনি স্বাধীনরাজ্য বন্ধক রাখিতে অস্বীকৃত হইলেন। কেহ বা সুদ অনেক অধিক চাহিলেন।

এইরূপ নানা গোলযোগে প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গেল। তখন একদিবস সেক্রেটারী বাবু কিছু কাপড় ও মুক্তা খরিদ করিবার মানসে বড়বাজারে গমন করিলেন।

দিবা প্রায় দুইটা বাজিয়াছে। বড়বাজারে গাড়ী ঘোড়ার এবং লোকজনের এত ভিড় যে, তাহার ভিতর সহজে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। এই ভিড়ের ভিতর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কেবল একজন চাকর মাত্র সঙ্গে লইয়া, সেক্রেটারী বাবু প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বহুস্থানে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক পাইয়া, বহুস্থানের পথ একবারে বন্ধ থাকা প্রযুক্ত গাড়ী থামাইয়া থামাইয়া তাঁহার গাড়ীর কোচমান ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান্‌দিগের মুখ-নির্গত অশ্রাব্য ভাষায় উভয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিতে শুনিতে দিবা চারিটার সময় বড়বাজার মনোহর দাসের চকের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইস্থানে তাঁহার গাড়ী থামিতে না থামিতে তিন চারি জন লোক আসিয়া তাঁহার গাড়ীদ্বারে উপস্থিত হইল। সেক্রেটারী বাবু ইহা-দিগকে দালাল বলিয়া চিনিতে পারিলেন। ইহাদিগের কাহারও সাহায্য না লইলে, বড়বাজারের কোন্ স্থানে কি দ্রব্য বিক্রীত হয়, তাহা সকলের—বিশেষতঃ বিদেশবাসী আগন্তুক লোকের পক্ষে জানা অসম্ভব বলিয়া, তিনি উহা-দিগের মধ্যে একজনকে সঙ্গে করিয়া কিছু "কিংখাপ" খরিদ করিবার মানসে চকের উপর উঠিলেন।

সেক্রেটারী বাবু যে দালালের সহিত উপরে উঠিলেন, তাঁহার নাম দেবীলাল। দেবীলালের বাসস্থান মথুরার সন্নিকটস্থ

একটী পল্লীগ্রামে। দেবলীলালের বয়ঃক্রম যখন ষোল বৎসর, সেই সময়ে কোন একজন দালালের সঙ্গে সে কলিকাতায় আইসে, এবং তাহার সহিত সে সামান্ত দালালী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; সেই কার্য্যে এতদিবস পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়াও আজ পর্য্যন্ত তাহার সেই সামান্ত দালালী ঘুচে নাই। এখন উহার বয়ঃক্রম প্রায় ষাট্ বৎসর হইয়াছে, বয়ঃক্রমে দেবীলাল যেরূপ পরিপক্ক হইয়াছে, কার্য্যে কিন্তু এখনও সেরূপ পরিপক্ক হইতে পারে নাই।

দেবীলাল সেক্রেটারী বাবুকে সঙ্গে করিয়া একজন মাড়ওয়াড়ির দোকানে লইয়া গেল, এবং তাঁহার দোকান হইতে বাবুর মনোনীত প্রায় সত্তর আশী টাকার বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দিল। সেক্রেটারী বাবু দেবীলালের দালালীর গতিক দেখিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পূর্ব্বে তিনি অন্য স্থান হইতে যেরূপ মূল্যে সেইপ্রকার বস্ত্র ক্রয় করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা অপেক্ষা অনেক ন্যূন মূল্যে সেই প্রকার বস্ত্র পাইয়া দেবীলালের অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং আপন পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া দেবীলালকে প্রদান করিলেন ও কহিলেন, "দেবীলাল! তোমার কার্য্য দেখিয়া আমি তোমার উপর একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন হইতে বড়বাজারে আমার যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা তোমার সাহায্য ভিন্ন কখন ক্রয় করিব না।"

দেবীলাল। মহারাজ! আমি আপনার তাঁবেদার! হুকুম করিবামাত্র তাহা সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না।

সেক্রেটারী। দেবীলাল! তোমাকে আমার যখন প্রয়োজন হইবে, তখন কোথায় তোমার সাক্ষাৎ পাইব?

দেবীলাল। আমাকে যখন অনুসন্ধান করিবেন, তখনই এইস্থানে পাইবেন। আর যদি দৈবাৎ কখন দেখা না পান, তবে অন্য দালালদিগের মধ্যে যাহাকে বলিবেন, সেই আমার সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে।

সেক্রে। তোমার সহিত কোন ভাল জহুরির আলাপ আছে?

দেবীলাল। অনেক ভাল ভাল ও বিশ্বাসী জহুরির সহিত আমার জানা শুনা এবং লেনা দেনা আছে। আপনার যে কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইবেক, আমাকে বলিবেন, তাহা আমি আনিয়া দিব।

সেক্রে। মহারাজের নিমিত্ত কয়েকটী ভাল মুক্তা খরিদ করিবার প্রয়োজন আছে। বাজারে কি প্রকার মুক্তা পাওয়া যায়, একবার দেখিয়া গেলে হয় না?

দেবীলাল। মুক্তা যদি কেবলমাত্র দেখিতে চাহেন, তবে চলুন; যে প্রকারের মুক্তা চাহিবেন, দেখাইতে পারিব। কিন্তু আমার কথার উপর আপনি যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে বাজারে গিয়া মুক্তা প্রভৃতি কোন জহরত ক্রয় করিবেন না। বাজারে এ সকল দ্রব্য ক্রয় করিলে প্রায় ঠকিতে হয়। বিশেষতঃ ঠকিয়া ক্রয় করিয়া একবার লইয়া গেলে, এখানকার দোকানদারেরা আর কোনক্রমেই তাহা ফেরৎ লয় না। যদি আপনি অনুমতি করেন, এবং আমার কথায় যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমাকে আপনার ঠিকানা লিখিয়া দিউন, কল্য প্রাতঃকালে একজন

জহুরিকে মুক্তা সমেত আপনার বাসায় লইয়া যাইব। মুক্তা দেখিয়া যদি আপনার মনোনীত হয়, তাহা হইলে দর দস্তুর ঠিক করিয়া আপনার নিকট উহা রাখিয়া দিবেন। পরে আপনার পরিচিত লোক দ্বারা উহার বাজার দর যাচাইয়া যদি সুবিধা বিবেচনা করেন, রাখিবেন, নচেৎ ফেরৎ দিবেন। পুনরায় অন্য জহুরিকে আমি ডাকিয়া আনিব; ইহাতে কোন প্রকারেই আপনার ঠকিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। আর আমরা মহাশয়দিগের ন্যায় সদাশয় ব্যক্তিগণের নিকটই প্রতিপালিত; সুতরাং যাহাতে আপনারা কোন প্রকারে প্রতারিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন, ইহাই আমাদের একমাত্র বাসনা ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সেক্রেটারী বাবু মনে মনে ভাবিলেন যে, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। ইহাতে কোন প্রকারেই ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। মাল দেখিয়া, পছন্দ করিয়া, যাচাই করিয়া তাহার পর টাকা দিব, ইহাতে আর ঠকিব কি প্রকারে? দেবীলালের এ প্রস্তাব উত্তম। আমি জানিতাম না যে, 'বড়বাজারে এরূপ সৎ ও পরোপকারী দালালও আছে। প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা দেবীলাল! আমি তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। কল্য প্রত্যূষে তুমি একজন সদ্ব্যবসায়ী জহুরিকে ভাল মুক্তার সহিত আমার নিকট লইয়া যাইও। যদি মনোগত হয়, এবং সুবিধা বিবেচনা করি, তাহা হইলে আমি ক্রমে তোমাদ্বারা অনেক জহরৎ প্রভৃতি ক্রয় করিব।" এই বলিয়া সেক্রেটারী বাবু তাঁহার মেছুয়াবাজারের ঠিকানা একখানি কাগজে লিখিয়া দেবীলালের হস্তে প্রদান করিয়া

আপন গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার চাকর সেই কাগজগুলি গাড়ীর ভিতর রাখিয়া কোচবাক্সের উপর গিয়া বসিল। কোচমান গাড়ী চালাইয়া দিল। দেবীলাল তাহার মস্তক নিম্ন ও দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া উপর্য্যুপরি তিন চারিবার সেলাম করিলে, গাড়ী ক্রমে ক্রমে ভিড়ের ভিতর যাইয়া মিশিল।

এই গাড়ী চলিয়া গেলে দেবীলাল মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, অদ্য কোন গতিকে সেক্রেটারী বাবুর মত পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাকে ত ফিরাইয়া দিলাম; কিন্তু কল্য কি করিব? আমার কথায় ত কোন জহরি মুক্তা লইয়া মেছুয়াবাজারে যাইবে না। আর আমি যে মুক্তা প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যের দালালী করিতেছি, ইহাও ত কেহ বিশ্বাস করিবে না। এখন কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বাবুও সন্তুষ্ট হইবেন, আমিও কিছু উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব? পথের ধারে একখানি দোকানে বসিয়া দেবীলাল এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় অন্য আর একজন দালাল আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইল, এবং দেবীলালকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল, "কি হে দেবীলাল! বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

দেবীলাল। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তোমার বাসায় গিয়া তোমার সহিত দেখা করিব ভাবিতেছিলাম। একটি কার্য্য উপস্থিত আছে, যোগাড় করিতে পারিলে উভয়েই কিছু কিছু পাইতে পারিব।

দালাল। এমন কি কার্য্য উপস্থিত করিয়াছ যে, তাহাতে উভয়েই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব?

দেবীলাল। একজন বাবু অদ্য এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার কিছু কাপড় ও কয়েকটী ভাল মুক্তা ক্রয় করিবার প্রয়োজন ছিল। আমি তাঁহার কাপড় ক্রয় করিয়া দিয়াছি, ইহাতে দোকানদারের নিকট হইতে আমি দুই টাকা দালালী পাইয়াছি। কিন্তু বাবু তাহা জানিতে না পারিয়া, আমাকে এক টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন, এবং আমাকে মুক্তা ক্রয় করিয়া দিতে বলেন। আমার সহিত মুক্তা-বিক্রেতার ভাল আলাপ পরিচয় না থাকায়, কোন ছল অবলম্বন করিয়া অদ্য আমি তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছি, এবং কল্য প্রাতঃকালে তাঁহার বাসায় মুক্তা লইয়া যাইব, ইহাও তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছি। বাবুটীর চাল-চলন কিছু উচ্চদরের। তাঁহার নিকট মুক্তা বেচিতে পারিলেই বিলক্ষণ কিছু লাভ করিতে পারিব। যদি কোন জহুরির সহিত তোমার সবিশেষ জানা শুনা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ঠিক কর; কল্য প্রাতঃকালেই মুক্তাসহ তাহাকে লইয়া আমরা সেইস্থানে গমন করিব। তাঁহার বাসার ঠিকানা আমাকে তিনি লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দালাল। তাহার জন্য আর ভাবনা কি? একজন কেন, শতজন জহুরিকে মুক্তা সহিত তাঁহার বাসায় লইয়া যাইব; ইহার জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। কল্য প্রত্যুষে আমার বাসায় যাইও; সেইস্থান হইতে সকলে একত্র বাবুর বাসায় গমন করিব।

এই বলিয়াই উভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন কার্য্যে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুক্তা খরিদ।

ভগবান দাস একজন প্রকৃত দালাল। দালালী করিতে করিতে চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া এখন প্রায় পঁয়তাল্লিশে উপস্থিত। ইনি দালালীর রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গী, বোল-চাল যেমন জানেন, মিষ্ট মিষ্ট কথায় ক্রেতা ও বিক্রয়-কারীকে সন্তুষ্ট করিতে যেমন শিখিয়াছেন, সেরূপ আর কোন দালালেই শিখে নাই। তবে ইহাঁর দোষের মধ্যে—ইনি মিথ্যা কথা বলিতে এবং অপরকে প্রতারণা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। এ সকল দোষকে তিনি দোষ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না, কোনরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। লোকে বলে যে, ইনি দুই একবার পুলিসের হস্তেও পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ভাগ্যবলে শ্রীমন্দিরে গমন করেন নাই। ভগবান দাস দেবীলালের কথামত একজন জহুরির নিকট এই সকল প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে সম্মত করাইলেন, এবং মুক্তা লইয়া পরদিবস প্রাতে তিনজনে একত্র মিলিত হইয়া সেই সেক্রেটারী বাবুর বাসার উদ্দেশে চলিলেন। ক্রমে তাঁহারা মেছুয়াবাজারের বাসা অনুসন্ধান করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেক্রেটারী বাবু দেবীলালকে দেখিয়াই চিনিলেন, এবং তাহার কথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

দেবীলাল, ভগবান দাসের পরিচয় দিয়া সেক্রেটারী বাবুর নিকট কহিলেন, "আমাদিগের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রধান ও অতিশয় বিশ্বাসী ও উপযুক্ত লোক। এই নিমিত্ত আমি ইহাঁকেও সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। আর অপর এই ব্যক্তি বড়বাজারের একজন প্রধান জহরত-বিক্রেতা। আপনার কথামত ইনি কতকগুলি মুক্তাও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। ইহার ভিতর যদি আপনার কোন মুক্তা মনোনীত হয়, তাহা হইলে উহা আপনি লইতে পারেন।"

সেক্রেটারী বাবু ভগবান দাসের সহিত আলাপ করিয়া, সেই জহুরিকে মুক্তা দেখাইতে বলিলেন। জহুরি তাহার পকেট হইতে কয়েকটী মুক্তা বাহির করিয়া একটী একটী করিয়া সেক্রেটারী বাবুর হস্তে দিতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্গে সেই সেই মুক্তার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যে কত কথা বলিলেন, তাহার স্থিরতা নাই। তিনি যে কত বড় লোকের নিকট, কত রাজা-মহারাজার নিকট, কত সাহেব সুবার নিকট মুক্তা, হীরা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যে কত লোকের নাম করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই।

এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে সেক্রেটারী বাবু মুক্তা দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া কয়েকটী মুক্তা মনোনীতও করিলেন। তাহার দাম জিজ্ঞাসা করাতে মুক্তা-বিক্রেতা উহার এক প্রকার দামও বলিয়া দিলেন। সেক্রেটারী বাবু দাম শুনিয়া দেবীলালের ও ভগবান দাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে ভগবান দাস কহিলেন,

"মহারাজ! আপনার যে যে মুক্তা মনোনীত হয়, আপনি গ্রহণ করুন। উহার এক প্রকার দামও শুনিলেন, পরে দেখিয়া শুনিয়া উহার দাম স্থির করা যাইবে। এখন আপনি উহা আপনার নিকট রাখিয়া দিন। ইনি দুই দিবস পরে আসিয়া হয় ইহার দাম—না হয় মুক্তা ফেরৎ লইয়া যাইবেন। আমরা কল্য প্রাতঃকালে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" ভগবান দাসের এই কথায় মুক্তা-বিক্রেতাও সম্মত হইলেন। তখন মুক্তা কয়েকটী সেক্রেটারী বাবুর নিকট রাখিয়া তাঁহারা সকলেই প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা যখন সেক্রেটারী বাবুর বাসা হইতে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে পথিমধ্যে ভগবান দাস দেবীলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই! বোধ হইতেছে, এই বাবুটী অতি সরল; সুতরাং ইহার নিকট হইতে কিছু অর্থ বাহির করিয়া লইতে হইবে। যাহাতে আমাদের দশ টাকা উপার্জ্জন হয়, এবং এই জহুরিও কিছু পায় তাহার এক সদুপায় করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া সেই মুক্তা-বিক্রেতাকে কানে কানে কি বলিয়া দিল। তিনি অতঃপর এই দালালদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দেবীলাল ও ভগবান দাস পরদিবস প্রত্যূষে সেক্রেটারী বাবুর বাসায় গিয়া পুনরায় উপস্থিত হইল, এবং বাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মহাশয়! কল্য সেই জহরত-বিক্রয়কারীর সম্মুখে আপনাকে আমরা কিছু বলিতে পারি নাই। যে সকল মুক্তা আপনি মনোনীত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য। তথাপি সেই জহরি

যে দাম বলিয়াছিলেন, তাহা কিন্তু আমাদিগের মনোনীত হয় নাই। এই নিমিত্ত আমি সেই মুক্তা আপাততঃ রাখিয়া দিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলাম। অদ্য আমাদিগের সহিত বাজারে চলুন,—সেইস্থানে জহরতের বিস্তর দোকান আছে, তাহাদিগের নিকট যাচাই করিয়া দেখিলেই ইহার প্রকৃত দাম বুঝিতে পারিব। আপনাকে একটী কথা পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, জহরত বিক্রেতামাত্রই প্রায় একই প্রকৃতির লোক। যদি উহারা বুঝিতে পারে যে, আপনি সেই সকল মুক্তা ক্রয় করিবেন, তাহা হইলে তাহারা উহার দাম প্রকৃত দাম অপেক্ষা অনেক অধিক করিয়া বলিয়া দিবে। আপনি যাহাতে কোন প্রকারে প্রতারিত না হন, ইহাই আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা বলিয়াই পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। যে মুক্তা আপনি ক্রয় করিবেন, বাজারে গিয়া সেই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের ভান করিবেন, তাহা হইলে আপনি ইহার প্রকৃত মূল্য অবগত হইতে পারিবেন। কারণ, সেই ব্যক্তি উহা যে মূল্যে প্রকৃতই ক্রয় করিতে পারিবে, সেই মূল্যই বলিবে; কেহ বা কিছু কম করিয়াও বলিতে পারে। এরূপ অবস্থায় উহার প্রকৃত মূল্য জানিতে আর বাকি থাকিবে না। সুতরাং কোনরূপে আমাদিগের ঠকিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রকৃত মূল্য অবগত হইতে পারিলে, জহরত-বিক্রেতা যদি সেই মূল্যে সেই মুক্তা বিক্রয় করে, তাহা হইলে আপনি উহা গ্রহণ করিবেন। নচেৎ সেই মুক্তা ফেরৎ দিয়া পুনরায় অন্য কোন জহুরিকে মুক্তা সহিত আপনার নিকট আনয়ন করিব।”

উহাদিগের কথা শ্রবণ করিয়া সেক্রেটারী বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, ইহারা যাহা বলিতেছে, তাহা অপেক্ষা অন্য কোন সদুপায় আর নাই। ইহাদিগের প্রস্তাবিত উপায় অবলম্বন করিলে কিছুতেই আমাদিগের ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া সেক্রেটারী বাবু মুক্তা কয়েকটী হস্তে লইয়া, দালালদ্বয়ের সহিত বড়-বাজার-অভিমুখে গমন করিলেন।

ভগবান দাস সেক্রেটারী বাবুকে একটী জহরতের দোকানে সর্ব্বপ্রথম লইয়া গেলেন। সেইস্থানে সেক্রেটারী বাবুকে একজন সাবেক বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিলেন, এবং মুক্তা কয়েকটী বাহির করিয়া সেই দোকানদারের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "বিশেষ কোন কারণবশতঃ ইহাঁকে এই মুক্তা কয়েকটী বিক্রয় করিতে হইবে। আর আপনারা প্রকৃত যে দরে লইতে পারেন, তাহা বলিয়া দিন। নিতান্ত লোকসান না হইলে এখনই ইহা আপনার নিকট বিক্রয় করিবেন।"

দোকানদার এই কথা শুনিয়া মুক্তা কয়েকটী উত্তম-রূপে দেখিয়া কহিলেন, "এ অতি উৎকৃষ্ট মুক্তা, এরূপ মুক্তা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় না। আপনি যখন ইহা ক্রয় করিয়াছেন, তখন আপনাকে অধিক মূল্য প্রদান করিতে হইয়াছে; কিন্তু আজকাল মুক্তার বাজার অত্যন্ত নরম যাইতেছে। তথাপি যদি আপনি প্রকৃতই ইহা বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি এই মূল্য প্রদান করিতে পারি।" এই বলিয়া সেই মুক্তা কয়েকটীর একটী দাম বলিয়া দিলেন।

সেক্রেটারী বাবু দেখিলেন, তিনি যে দর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা জহরত-বিক্রয়কারীর কথিত মূল্য অপেক্ষা অধিক ন্যূন নহে, প্রায় সমান।

দোকানদারের কথা শুনিয়া দেবীলাল কহিলেন, "আরও দুই একজন দোকানদারকে দেখাই। দেখি, উহারাই বা কি প্রকার দরে ক্রয় করিতে চাহে। আপনার প্রদত্ত দর অপেক্ষা অধিক দর অপর দোকানদার যদি প্রদান না করে, তাহা হইলে আপনার নিকটই উহা বিক্রয় করিব।" এই বলিয়া বাবুকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী আর একখানি দোকানে গমন করিলেন। সেই দোকানদার এই মুক্তা কয়েকটী দেখিয়া পূর্ব্ব দোকানদার অপেক্ষা আরও কিছু কম মূল্য বলিয়া দিলেন। এবারও পূর্ব্বরূপ বলিয়া দেবীলাল, বাবুকে লইয়া সেই দোকানের বাহিরে আসিলেন। সেই সময় সেক্রেটারী বাবুকে কহিলেন, "আমরা যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, আমাদিগের সে অনুমান ঠিক নহে। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, মুক্তা কয়েকটী প্রকৃতই উত্তম দ্রব্য, এবং বিক্রেতাও যে নিতান্ত অধিক দর বলিয়াছে, তাহা নহে। আরও দুই এক দোকানে যদি উহা দেখাইতে চাহেন, তাহাও দেখাইতে পারেন।"

দেবীলালের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেক্রেটারী বাবু কহিলেন, "ইহার প্রকৃত দর এক প্রকার বুঝিতে পারিয়াছি, আর কোন দোকানে দেখাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিক্রেতা যখন ইহার মূল্যের জন্য আগমন করিবে, সেই সময় তুমিও তাহার সহিত আসিও। তাহাকে বলিয়া কহিয়া

ইহার মুল্য আরও কিছু কম করিয়া লইতে হইবে।" দালালদ্বয় বাবুর কথায় সম্মত হইয়া আর কোন দোকানে গমন করিল না। বাবুর সহিত বাজার পরিত্যাগ করিয়া মেছুয়াবাজারের বাসা-অভিমুখে প্রস্থান করিল।

গমনকালীন কথায় কথায় সেক্রেটারী বাবু দালালদ্বয়কে কহিলেন, "তোমাদিগের দালালীতে আমি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত যখন আমি কলিকাতায় আসিব, সেই সময় তোমাদিগের সন্ধান করিব, এবং তোমাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিব। তোমাদিগের দালালী দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, তোমরা উভয়েই অতিশয় পুরাতন দালাল।"

ভগবান দাস। হাঁ মহাশয়! অনেক দিবস হইতে এই কার্য্য করিতেছি।

সেক্রেটারী বাবু। অনেক টাকা কর্জ্জ দিতে পারে, এরূপ কোন বড়লোকের সহিত তোমাদিগের জানা শুনা আছে কি?

ভগবান। কেন মহাশয়! কোন ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ করিতে চাহেন কি?

বাবু। একজন বড়লোকের কিছু টাকার প্রয়োজন আছে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি।

ভগবান। দালালীই যখন আমাদিগের ব্যবসা, তখন আমরা সকল কর্ম্মেরই দালালী করিয়া থাকি। টাকা ধার দেওয়া ত আমাদিগের প্রধান কর্ম্ম। কি দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া কত টাকা ধার দেওয়াইতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দিবেন, আমি অনায়াসেই টাকার সংগ্রহ করিয়া দিব।

বাবু। সময়-মত আমি এ বিষয়ে তোমার সহিত পরামর্শ করিব।

এইরূপ কথাবার্ত্তা শেষ হইতে না হইতেই সকলেই মেছুয়া-বাজারের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই জহরত-বিক্রেতাও আগমন করিল। সে পূর্ব্বে যে মূল্য স্থির করিয়া জহরত রাখিয়া গিয়াছিল, দালালদ্বয় বাবুর সাক্ষাতে অনেক করিয়া বলায়, তাহা অপেক্ষা মূল্য কিছু কম করিয়া দিল। বাবুও তাহার সমস্ত টাকা মিটাইয়া দিলে সকলে সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিল। প্রকৃত দরে মুক্তা ক্রয় করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, বাবু সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। ওদিকে দালালগণ বাবুকে উত্তমরূপে ঠকাইয়া হাস্যমুখে আপন আপন স্থানে প্রস্থান করিল।

পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, জহরত-বিক্রয়কারী ও দুইজন দালাল চক্রান্ত করিয়া সেক্রেটারী বাবুকে বিশেষরূপে প্রতারিত করিল। যে যে দোকানে মুক্তা জাচাইয়া দেখিবার নিমিত্ত সেক্রেটারী বাবুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সেই সকল দোকান পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ চক্রান্তে পড়িয়া একজন সহর হইতে বহুদূরদেশবাসী ব্যক্তি যে প্রতারিত হইবেন, তাহার আর ভুল কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নূতন রাজ-পরিচয়।

মুক্তা ক্রয়ের গোলযোগ মিটিয়া যাইবার দুইদিবস পরে ভগবান দাস একাকী আসিয়া পুনরায় সেক্রেটারী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভগবান দাসকে দেখিয়াই সেক্রেটারী বাবু সবিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে সেইস্থানে বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহাশয়! শারীরিক ভাল আছেন ত?"

ভগবান। আমার শরীরটা নিতান্ত ভাল নাই; এই নিমিত্তই মহাশয়ের নিকট আসিতে দুইদিবস বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু আমি আপনার নিকট আসিতে পারি নাই বলিয়া যে আপনার কোন কার্য্য করি নাই, তাহা নহে। আমি একজন বিশিষ্ট ধনী মহাজন স্থির করিয়াছি। কোন্ ব্যক্তি, কি বন্ধকে, কত টাকা কর্জ্জ লইবেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিলেই এখন সমস্ত স্থির করিয়া ফেলিতে পারি।

বাবু। আমিও মনে মনে তাহাই ভাবিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম যে, আপনার আসিতে যখন বিলম্ব হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই আপনি একটা কিছু স্থির করিয়াই আসিবেন। সে যাহা হউক, কোন্ ব্যক্তি টাকা ধার করিবেন, এবং

কিরূপে ধার করিতে চাহেন, তাহা আপনি এখনই জানিতে চাহেন কি ?

ভগবান। সেই নিমিত্তই আমি আজ আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। কারণ, ওদিকে আমি যে প্রকার স্থির করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, আপনার কার্য্য শীঘ্রই শেষ করিয়া দিব।

বাবু। কার্য্য যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, ততই ভাল। কারণ, কেবলমাত্র সেই কার্য্যের নিমিত্তই আমাকে খরচপত্র করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতে হইতেছে। যে অর্থ কর্জ্জ লইবার কথা হইতেছে, তাহা আমি নিজে গ্রহণ করিব না, আমার মনিব উহা গ্রহণ করিবেন।

ভগবান। আপনার মনিব কে ?

বাবু। আমার মনিব একজন নিতান্ত সামান্ত ব্যক্তি নহেন জানিবেন। তিনি * * নামক স্থানের স্বাধীন রাজা। তাঁহার নাম * * *।

ভগবান। আপনি যে স্থানের কথার উল্লেখ করিলেন, আমি পূর্ব্বে সেইস্থানের নাম শুনিয়াছি। সেইস্থানের রাজা প্রকৃতই স্বাধীন। তিনি তাঁহার রাজত্বে আপনার প্রণীত আইন চালান। নিজের ইচ্ছামত দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসী দেন, ইহাতে ইংরাজ পর্য্যন্ত কথাটী কহেন না। তিনি টাকা কর্জ্জ করিবেন! এরূপ লোকের টাকা কর্জ্জ করিতে আর কোনরূপ কষ্টই হইবে না। যিনি অবগত হইতে পারিবেন, তিনিই উঁহাকে টাকা ধার দিবেন। তাঁহার কত টাকা লইবার প্রয়োজন ?

বাবু। কম সুদে পাইলে, আপাততঃ তিন লক্ষ টাকা হইলেই চলিতে পারিবে।

ভগবান। কম সুদ, আপনি কত পর্য্যন্ত সুদ দিতে সম্মত আছেন?

বাবু। শত করা বাৎসরিক ছয় টাকার অধিক দিতে পারিব না। ইহা অপেক্ষা যত কম হয়, ততই ভাল।

ভগবান। যদি আমি পাঁচ টাকায় করিয়া দিতে পারি?

বাবু। তাহা হইলে ত উত্তমই হয়।

ভগবান। কি বন্ধক দিয়া তিনি এই টাকা গ্রহণ করিতে চাহেন?

বাবু। আবশ্যক হইলে তাঁহার রাজত্ব পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।

এই কয়েকটী কথাবার্ত্তার পর ভগবান দাস সেইদিবস চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া পরদিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ভগবান দাস চলিয়া যাওয়ার পর সেক্রেটারী বাবু মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে, এ ব্যক্তি নামেও ভগবান, কাজেও ভগবান। টাকা ধার করিবার কথা ইতিপূর্ব্বে কত লোককে বলিয়াছি; কিন্তু কেহই তাহার কোনরূপ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরন্তু ইহার নিকট প্রস্তাব করিতে না করিতেই এ সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলিল! আবার সেই টাকা পাওয়া যাইতেছে—তাহাও অল্প সুদে। এখন আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, ভগবান দাস কর্ত্তৃক আমার সমস্ত টাকা সংগৃহীত হইবে।

ভগবান দাস যেরূপ বলিয়া গিয়াছিলেন, পরদিবস ঠিক সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বাবুকে কহিলেন, "আমি সমস্তই প্রায় ঠিক করিয়া আসিয়াছি। এখন আপনি দেখিয়া শুনিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া লউন। এই আমার নিবেদন।"

বাবু। তোমার কথায় আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। কোন্ ব্যক্তি টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহার নাম জানিতে পারি কি?

ভগবান। যিনি ঋণ গ্রহণ করিবেন, তিনি যেরূপ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, যাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা যাইবে, তিনিও সেই প্রকার উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি। ইনিও একজন রাজা। সম্প্রতি কোন কার্য্য-বশতঃ কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন, এবং আরও কিছুদিবস এইস্থানে অবস্থিতি করিবেন। আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার দরবারে লইয়া যাইতেছি, তাহা হইলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন, আমার কথা প্রকৃত কি না। আমি দালালী ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি সত্য; কিন্তু যিনি যেরূপ পদস্থ, তাঁহাকে সেইরূপে সেইস্থানেই লইয়া গিয়া থাকি।

বাবু। আমাকে কোন্ সময়ে সেই রাজ-দরবারে গমন করিতে হইবে?

ভগবান। আপনি এখনই চলুন, আমি এখনই আপনাকে লইয়া গিয়া মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দি। আপনি রাজ-কর্ম্মচারী; সুতরাং রাজন্যগণের কার্য্য-প্রণালী আপনি উত্তমরূপেই অবগত আছেন। এতদ্দেশীয়

রাজামাত্রই প্রায় নামে। রাজকর্য্যাদি যাহা কিছু, সমস্তই মন্ত্রী বা সেই প্রকার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর হস্তে।

বাবু। রাজগণের কার্য্য আমি উত্তমরূপেই অবগত আছি, তাহা আর তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। এখন কোন্ সময়ে তুমি আমাকে মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট লইয়া যাইবে, তাহাই বল?

ভগবান। আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন, এখনই আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিব।

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া সেক্রেটারী বাবুও আর কালবিলম্ব করিলেন না। নিয়মিত সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া তখনই তাহার সহিত আপন বাসা পরিত্যাগ করিলেন। এখানে বাবুর নিজের গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি কিছুই ছিল না; সুতরাং ভাড়াটিয়া গাড়ীতেই বাবুকে রাজবাড়ী গমন করিতে হইল বলিয়া, মনে মনে যেন একটু লজ্জিত হইলেন। ভগবান দাসের নির্দ্দেশ-মত এ গলি ও গলি দিয়া গাড়ী ক্রমে গমন করিতে করিতে অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই একখানি বাড়ীর সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। সেইস্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান দাস কহিলেন, "রাজা মহাশয় এই বাড়ীতেই অবস্থিতি করেন।"

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিয়া সেইস্থানে সেক্রেটারী বাবু গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া, ভগবান দাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। কোচমান খালি গাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া [illegible]র একপার্শ্বে রাখিয়া দিল।

যে বাড়ীর ভিতর সেক্রেটারী বাবু ভগবান দাসের সহিত প্রবেশ করিলেন, সেই বাড়ীর অবস্থা পাঠকবর্গের এইস্থানে একটু জানা আবশ্যক। যে দ্বার দিয়া তাঁহারা বাড়ীর ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন, সেই দ্বারে দুইজন প্রহরী সিপাহীর সাজে সজ্জিত হইয়া সেঙ্গিয়ান বন্দুক লইয়া পাহারায় নিযুক্ত আছে। তাহাদিগের পোষাক এবং চাকচিক্যময় সেঙ্গিয়ান বন্দুকের অবস্থা দেখিয়া বাবুর মনে মনে একটু ভয় হইল। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভগবান দাসের সঙ্গে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। সিপাহীদ্বয় বাবুকে একবার আপদ-মস্তক দর্শন করিল মাত্র, কিন্তু কিছু বলিল না। তাহাদিগের ভাব-ভঙ্গীতে বোধ হইল, যেন ইহারা সহজে বাবুকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে দিত না; কেবল ভগবান দাসের সহিত যাইতেছেন বলিয়া কোন কথা কহিল না।

দ্বার অতিক্রম করিলেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহার মধ্যে মনোহর পুষ্পোদ্যান। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুষ্পোদ্যানের ভিতর দিয়া কিছুদূর গমন করিলে, একটী দ্বিতল বাটীতে উপনীত হওয়া যায়। সেই বাটী দেখিলে বোধ হয় যে, অতি অল্প দিবস হইল, উহা উত্তমরূপে মেরামত হইয়া মনোহর রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে। ভগবান দাসের সহিত সেক্রেটারী বাবু সেই পুষ্পোদ্যানের মধ্য দিয়া সেই দ্বিতল বাড়ী অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে কেবল-মাত্র দুইজন উড়িয়া মালির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা উঁহাদিগের দিকে লক্ষ্যই করিল না। বোধ হইল, ইহারা আপন কার্য্যেই ব্যস্ত।

সেই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত পুষ্পোদ্যান অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সেই দ্বিতল গৃহের সন্নিকটে গিয়া উপনীত হইলেন। সেইস্থানে কেবলমাত্র একজন চাপরাশীর সহিত উঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। ভগবান দাস সেই চাপরাশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী মহাশয় আসিয়াছেন কি?" উত্তরে চাপরাশী কহিল, "না,—মন্ত্রী মহাশয় এখনও আগমন করেন নাই। তাঁহার আগমন করিবার সময় হইয়াছে, এখনই তিনি আগমন করিবেন। দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই রাজ-দরবারে উপস্থিত আছেন। আপনারাও সেইস্থানে গমন করুন।"

চাপরাশীর এই কথা শুনিয়া সম্মুখবর্ত্তী সোপান দিয়া ভগবান দাস উপরে আরোহণ করিলেন। সেক্রেটারী বাবুও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গমন করিলেন। উপরে আরোহণ করিয়াই সম্মুখবর্ত্তী একটি প্রশস্ত গৃহের ভিতর উভয়েই প্রবেশ করিলেন।

এই গৃহটী যেমন দীর্ঘ, তেমনি প্রশস্ত, এবং একখানি উৎকৃষ্ট কার্পেট দ্বারা উহার মেজে আবৃত। সেই কার্পেটের বা গৃহের মধ্যস্থলের কিয়দংশ স্থানে অতি উৎকৃষ্ট কিংখাপের চাদর পাতা, তাহার উপর সেইরূপ কিংখাপের কয়েকটী তাকিয়া বা সুন্দর উপাধান। দেখিলে বোধ হয়, রাজা বাহাদুর যখন এই দরবারে আগমন করেন, তখন সেই সুসজ্জিত সুপরিষ্কৃত স্থানেই উপবেশন করেন। এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ মধ্যবর্ত্তী দেওয়াল নয়ন-মনোরম-বর্ণে সুরঞ্জিত ও শিল্পীদ্বারা নানাবর্ণে অতি উৎকৃষ্টরূপে চিত্রিত। মধ্যে মধ্যে

এক একখানি উৎকৃষ্ট অয়েল পেন্‌টিং বড় বড় প্রতিকৃতি সেই দেওয়ালের আরও শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

এই গৃহের মধ্যে তিন চারিজন বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যে, একান্ত মনোযোগিতার সহিত তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

ভগবান দাস সেক্রেটারী বাবুর সহিত সেই গৃহের ভিতর প্রবিষ্ট হইবামাত্র উপবেশনকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি কহিলেন, "কেও, ভগবান দাস! কখন আগমন করিলে, সমস্ত মঙ্গল ত? এই বাবুটী কে?"

উত্তরে ভগবান দাস কহিলেন, "আমরা এখনই আগমন করিতেছি। আর যে স্বাধীন রাজার কর্ম্মচারীর কথা আমি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম, ইনি সেই কর্ম্মচারী। রাজা মহাশয়ের সহিত সমস্ত বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত আমি ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া এইস্থানে আনিয়াছি।

ভগবান দাসের কথা শ্রবণ করিবামাত্র পুনরায় তিনি বাবুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আসুন মহাশয়! এইদিকে আসুন। আপনার সহিত পরিচয় হওয়ায় অদ্য যে কি পরিমাণে সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না।" এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সেক্রেটারী বাবুর হস্ত ধরিয়া আপনার বসিবার স্থানে লইয়া গেলেন, ও আপনার সন্নিকটে বসাইলেন।

এই সময়ে ভগবান দাস বলিয়া দিলেন, "দাওয়ানজী মহাশয় আপনাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহার

যথাযথ উত্তর প্রদান করিবেন। কারণ, আপনি যে কার্য্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবার মূলই ইনি। তাহার পর মন্ত্রী মহাশয়, এবং সর্ব্বশেষে রাজা মহাশয়।" এই বলিয়া ভগবান দাসও সেইস্থানে উপবেশন করিলেন। সেক্রেটারী বাবু দাওয়ানজী মহাশয়ের নিকট উপবেশন করিলে দাওয়ানজী মহাশয় তাঁহাকে কহিলেন, "আমরা আপনার সবিশেষ পরিচয় এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। কেবল এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি * * রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। যদি আত্মপরিচয় প্রদানে আপনার কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলে সবিশেষ সুখী হইব।"

বাবু। আমার বাসস্থান ঢাকা জেলার অন্তর্গত * * গ্রামে। কিন্তু বহুদিবস হইতে রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতেছি, এই নিমিত্ত এখন সেইস্থানেই একরূপ বাসস্থান হইয়াছে।

দাওয়ান। রাজ-সরকারে আপনি কি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন?

বাবু। আমি রাজার এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। রাজ্যের প্রায় সমস্ত কার্য্যের উপর আমায় লক্ষ্য রাখিতে হয়।

দাওয়ান। আপনার উপর আর কয়জন কর্ম্মচারী আছেন?

বাবু। একজন। সেক্রেটারী আমার ঊর্দ্ধতন-কর্ম্মচারী।

দাওয়ান। যাহা হউক, মহাশয় একজন বড়লোক। মহাশয়ের সহিত অদ্য বিশেষরূপে পরিচয় হওয়ায় যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। যে

কার্য্যের নিমিত্ত মহাশয়ের এইস্থানে শুভাগমন হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই হইয়া যাইবে। মন্ত্রী মহাশয় আগমন করিলে তাঁহার সহিত আপনার পরিচয় আমি করাইয়া দিব, এবং যাহাতে আপনার কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

বাবু। আপনার অনুগ্রহ। এখন আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি,—আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করিবেন।

এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী ও দাওয়ানজী মহাশয়ের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একজন চাপরাশী আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল যে, মন্ত্রী মহাশয় আসিতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিতে দেখিতে মন্ত্রী মহাশয় গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া আপন স্থানে উপবেশন করিলেন। মন্ত্রী মহাশয়ের অভ্যর্থনার নিমিত্ত যখন সকলেই গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী বাবুও দাঁড়াইলেন, এবং সকলে যখন উপবেশন করিলেন, তখন তিনিও সেই সময় উপবেশন করিলেন। উপবেশনকালীন মন্ত্রী মহাশয় দাওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাবুটী কে? ইহাকে ত আমি চিনিতে পারিলাম না।"

দাওয়ান। ইঁহাকে আপনি পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই, এই নিমিত্ত চিনিতে পারিতেছেন না। যে স্বাধীন রাজ্যের রাজ-কর্ম্মচারীর কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলা হইয়াছিল, ইনিই সেই রাজ-কর্ম্মচারী। ইনি একজন সামান্ত কর্ম্মচারী নহেন,

ইনি মহারাজের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী। এক কথায়, রাজ-কার্য্যের সমস্ত ভারই ইঁহার উপর। অত বড় স্বাধীন-রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মই ইঁহাকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। এদিকে ঢাকা জেলার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে ইঁহার জন্ম।

বাবুর পরিচয় পাইয়া দুই চারিটী মিষ্টকথায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সেইস্থানে বসিতে কহিলেন, এবং রাজাকে বলিয়া তাঁহার কার্য্য যত শীঘ্র পারেন, সম্পন্ন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

সেই সময়ে আরও তিন চারি জন লোক সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। দাওয়ানজী মহাশয় ও মন্ত্রী মহাশয় উভয়েই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া সেইস্থানে বসাইলেন। ইঁহাদিগের কথার ভাবে বোধ হইল যে, ইঁহারা সেক্রেটারী বাবুর ন্যায় অপরিচিত নহে, সকলেই পূর্ব্ব হইতে পরস্পরের পরিচিত। তাঁহারা সেইস্থানে উপবেশন করিলে একজন কর্ম্মচারী কহিলেন, "রাজা মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন যে, ইঁহারা আগমন করিবামাত্র যেন তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা হয়।"

কর্ম্মচারীর কথা শুনিয়া রাজা মহাশয়কে সংবাদ দিবার নিমিত্ত মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং গমন করিলেন। সেই সময়ে সেই নবাগত ব্যক্তিগণের মধ্যস্থিত এক ব্যক্তি দাওয়ানজী মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কল্য আপনি আমাদিগের যেরূপ উপকার করিয়াছিলেন, অদ্যও যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে কল্য যেরূপ লভ্যাংশের অর্দ্ধেক আপনার হইয়াছিল, অদ্যও তাহাই হইবে।"

এই কথার উত্তরে দাওয়ানজী মহাশয় বলিলেন, "এ অতি সামান্য কথা। রাজা মহাশয়কে আমি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি; সুতরাং উঁহার ভাব গতিক আমি যতদূর অবগত আছি, ততদূর আর কেহই অবগত নহেন। মনে করিলে ইহার প্রত্যেক হাত আমি জিতিয়া লইতে পারি; কিন্তু মনিবের সঙ্গে বসিয়া ক্রীড়া করা উচিত নহে বলিয়াই, আমি চুপ করিয়া থাকি। আপনি আমার সঙ্কেত অনুযায়ী কার্য্য করিবেন; দেখিবেন, আপনি কত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।"

দাওয়ানজী মহাশয়ের সহিত নবাগত ব্যক্তির এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় মন্ত্রী মহাশয় সেইস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া আপন স্থানে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়ানজী মহাশয় প্রভৃতির কথা বন্ধ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ সকলেই স্থিরভাবে সেইস্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হার-জিত।

মন্ত্রী মহাশয় দরবারে আগমন করিয়া উপবেশন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজা মহাশয় আগমন করিয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন। রাজা মহাশয়ের অবস্থা আর কি বর্ণন করিব? রাজা ত রাজাই, চেহারা রাজার মত, পোষাক-পরিচ্ছদ রাজার মত, আদব কায়দা, চাল চলন রাজার মত। তিনি রাজ-কায়দায়—রাজধরণে আগমন করিয়া তাঁহার বসিবার স্থানে উপবেন করিলেন। একজন অনুচর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটী ক্যাসবাক্স হস্তে সেই দরবার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং রাজা মহাশয়ের সম্মুখে সেই বাক্সটী স্থাপিত করিয়া দূরে গিয়া দণ্ডায়মান রহিল। রাজা মহাশয় যে সময় দরবার গৃহে প্রবেশ করেন, সেই সময় সেই গৃহস্থিত ব্যক্তিমাত্রই দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুযায়ী রাজা মহাশয়কে অভিবাদন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আমাদিগের এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ও অপরাপর কর্ম্মচারীবর্গের ন্যায় রাজা মহাশয়কে অভিবাদন করিতে বিরত হইলেন না। রাজা মহাশয় উপবেশন করিলে সকলে রাজ-দরবারের রীতি-অনুযায়ী উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিবার সময় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের

দিকে রাজা মহাশয়ের নয়ন আকৃষ্ট হইল। তিনি মন্ত্রী মহাশয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাবুটী কে? ইহাঁকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখিয়াছি বলিয়া ত আমার বোধ হয় না।"

উত্তরে মন্ত্রী মহাশয় কহিলেন, "ইতিপূর্ব্বে ইহাকে আপনি আর কখনও দেখেন নাই।" এই বলিয়া রাজা মহাশয়ের নিকট তিনি এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন, এবং পরিশেষে কহিলেন, "ইহারই টাকা ঋণ করিবার কথা আপনাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম।"

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা মহাশয় কহিলেন, "ইহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলুন, টাকা দেওয়া যাইবে।" এই বলিয়া সেই নবাগত লোকদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "আপনারা কতক্ষণ আসিয়াছেন? আজ আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য আমাকে মাপ করিবেন। যাই হোক, এখন আসুন—কার্য্য আরম্ভ করা যাউক, বিলম্বে আর প্রয়োজন কি?"

রাজা মহাশয়ের মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইবামাত্র একজন অনুচর একজোড়া তাস আনিয়া রাজা মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া দিল। আগন্তুক কয়েক ব্যক্তিও তাঁহার নিকটে গমন করিয়া উপবেশন করিল। খেলা আরম্ভ হইল। কথায় কথায় হাজার দু হাজার টাকার হার-জিত হইতে লাগিল। দরবারস্থ সমস্ত লোক অতীব মনোযোগের সহিত ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। দাওয়ানজী মহাশয় আগন্তুক-দিগের নিকট বসিয়া ইঙ্গিতে দুই এক কথা তাহাদিগকে

বলিয়া দিতে লাগিলেন। তাহারাও সেই অনুযায়ী কার্য্য করিয়া কেবল জিতিতে লাগিল, এবং রাজা মহাশয় ক্রমে হারিতে লাগিলেন।

এই সময় রাজা মহাশয় এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "কেমন মহাশয়! আপনার এইরূপ একটু আধটু ক্রীড়া করা অভ্যাস আছে কি?"

উত্তরে সেক্রেটারী মহাশয় কহিলেন, "না মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে এরূপ ক্রীড়ায় হস্তক্ষেপ করা দূরে থাকুক, অপর কাহাকেও এরূপ ক্রীড়া করিতে দেখি নাই।"

প্রত্যুত্তরে রাজা মহাশয় কহিলেন, "এ অতি সামান্য খেলা। যে কোন ব্যক্তি একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই তখনই শিখিতে পারেন। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন, ইহাঁরা এ ক্রীড়া আদৌ জানিতেন না। আমার নিকট শিক্ষা করিলেন; আশ্চর্য্য দেখুন, এখন আমাকেই ইহাঁদিগের নিকট পরাস্ত হইতেই হইতেছে!"

এই বলিয়া ক্রীড়ায় পুনরায় মনঃসংযোগ করিলেন। দুই একবার জিতিতেও লাগিলেন, কিন্তু প্রায়ই হারিতে লাগিলেন। সেই সময় মন্ত্রী মহাশয়ের দিকে একবার লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "পাট ক্রয় করিতে পারদর্শী লোকের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন কি?"

মন্ত্রী। বিশেষরূপ চেষ্টা দেখিতেছি; কিন্তু সেরূপ উপযুক্ত লোক এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। লোকের অভাব কি? দুই এক দিবসের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া লইব।

পুনরায় ক্রীড়া চলিতে লাগিল। পুনরায় রাজা মহাশয় পরাভূত হইতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ক্রীড়া হইবার পর হার-জিতের হিসাব হইল। সেই সময় জানিতে পারা গেল যে, রাজা মহাশয় পঁচিশ হাজার টাকা জিতিয়াছেন। কিন্তু এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা হারিয়া গিয়াছেন; সুতরাং হিসাবে রাজা মহাশয় লক্ষ টাকার জন্য দায়ী হইলেন।

এইরূপে অনেকগুলি টাকা একবারে হারিয়া যাওয়ায় তিনি একটু দুঃখিত হইলেন সত্য; কিন্তু ক্যাসবাক্স খুলিয়া একতাড়া নোট বাহির করিয়া উহাদিগের হস্তে প্রদান করিলেন। করেন্সি আফিস হইতে নূতন নোটের তাড়া বাহির হইবার সময় যেরূপভাবে লাল সুতার দ্বারা উহা বাঁধা থাকে, এ নোটগুলিও সেইরূপভাবে বাঁধা। এই তাড়ার উপরিস্থিত একখানি নোটের উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল; উহা একখানি হাজার টাকার নোট। সুতরাং সকলেই তখন অনুমান করিল যে, এ নোটের তাড়ায় একশত নোট আছে, এবং প্রত্যেক নোট এক হাজার টাকার। যাঁহার হস্তে রাজা মহাশয় সেই নোটের তাড়া অর্পণ করিলেন, তিনি উহা না গণিয়া আপনার পকেটেই রাখিয়া দিলেন।

ইহার পরই সে দিবসের নিমিত্ত ক্রীড়া শেষ হইয়া গেল। পরদিবস এই সময়ে পুনরায় ক্রীড়া আরম্ভ করিবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রাজা মহাশয় গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। সেই দিবস অনেকগুলি টাকা তিনি

হারিলেন বলিয়া, তাঁহার মনে একটু অশান্তির উদয় হইয়াছে, ইহাই সকলের অনুমান হইল।

☞ মাঘ মাসের সংখ্যা,
"রাজা সাহেব ২য় অংশ"
বাহির হইবে।